Cambridge Assessment International Education

Cambridge O Level

BENGALI **3204/02**

Paper 2 Language Usage and Comprehension **May/June 2020**

INSERT **1 hour 30 minutes**

6433656384-I

INFORMATION

- This insert contains the reading passages.
- You may annotate this insert and use the blank spaces for planning. **Do not write your answers** on the insert.

This document has **4** pages. Blank pages are indicated.

DC (RW) 186222/5
© UCLES 2020

[Turn over

বিভাগ : খ

*এই নিবন্ধটি পড়ে প্রশ্নপত্রের **26** থেকে **32** নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।*

ই-বই

প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের প্রিয় শখের মধ্যে একটি হল বই পড়া। বই আমাদের শ্রেষ্ঠ বন্ধুও বটে! আমাদের দেশে শিক্ষার হার এতই কম যে জনসংখ্যার তুলনায় বই পড়ুয়ার সংখ্যা নেহাতই নগণ্য। ইদানীং দেখা যাচ্ছে সাক্ষর তরুণসমাজ ক্রমশই বই বিমুখ হয়ে পড়ছে। বইয়ের বাজারে বিপুল মন্দা দেখেই আজ আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। একটি সমীক্ষা থেকে জানা গেছে আজকের যুব সম্প্রদায় অবসর পেলেই বৈদ্যুতিন যন্ত্রের মধ্যেই আবিষ্ট থাকে আর যুব-মানসে এসব যন্ত্রের প্রভাব খুব গভীর।

বই পড়ার ক্ষেত্রে সত্যিকারের চিত্রটা কিন্তু অতটা নৈরাশ্যজনক নয়। বাস্তবে দেখা গেছে পাঠকদের মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগ একটু সুযোগ পেলেই বই পড়ে। তারমধ্যে কেউ কেউ রোজ কোনও না কোনও বই পড়েই। হতে পারে সেটা পাঠ্যবই বা অন্য যেকোনও বই। কাউকে দেখা যায় সপ্তাহে একদিন বা দু'দিন নিয়ম করে গভীরভাবে মনোযোগী হয় পুস্তকপাঠে। কারও আবার অতিকষ্টে মাসে দু-এক বার হলেও পুস্তকপাঠের সুযোগ মেলে। কখনও দেখা যায় কেউ বই পড়ে স্রেফ কাজে ফাঁকি দেওয়ার জন্য আবার কেউ কেউ বই পড়তে বাধ্য হয় আর কিছু করার থাকে না বলে।

কিন্তু পড়ুয়ারা কি বই কেনে বিজ্ঞাপন দেখে? না, তা নয়। কোন বই বাজারে এসেছে সে ব্যাপারে তারা অবহিত হয় বন্ধুবান্ধবের মুখের কথা থেকে বা সামাজিক মাধ্যমে। বই কেনার ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয় বই পড়ুয়াদের প্রভাবিত করে? কারও মতে বইয়ের বিষয়টাই গুরুত্বপূর্ণ আবার কেউ চিন্তায় পড়ে যায় বইয়ের দাম দেখে। কখনও সখনও কাউকে আকৃষ্ট করে থাকে লেখকের নাম। বইয়ের মলাট দেখেও কেউ বা আগ্রহী হতে পারে তবে সমীক্ষায় জানা গেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বইয়ের বিষয় ও লেখকের নামেই বই পড়ুয়ারা বেশি প্রভাবিত হয়ে থাকে।

আজকের তরুণসমাজ প্রতিনিয়ত প্রচুর সময় ব্যয় করে থাকে বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলোতে এবং এটা পরীক্ষিত সত্য যে এই মাধ্যমগুলোই, বিশেষ করে মোবাইল ফোন তাদের করে তুলেছে বই বিমুখ। এখন বইয়ের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে মোবাইল ফোন তথা বৈদ্যুতিন মাধ্যম। আন্তর্জালের কল্যাণে এসবের উপর তারা এতটাই নির্ভরশীল এবং সুপটু যে খুব সহজে তাদের চাহিদামতো যাবতীয় তথ্যাদি নিমেষেই সংগ্রহ করে নিচ্ছে। এসব কথা মাথায় রেখেই প্রকাশকরা তাদেরকে বইমুখী করে তুলতে তৎপর হয়েছেন।

বইয়ের বৈদ্যুতিন সংস্করণ অর্থাৎ ই-বই বহু আগেই চালু হয়েছে। এর ব্যবহারিক সুযোগসুবিধা পাঠককুলের গোচরে আনতে প্রকাশকরা নানান পন্থার পসরা নিয়ে বাজারে নেমেছেন। অতি ন্যায্য মূল্যে বইগুলোকে বৈদ্যুতিন সংস্করণে তরুণ পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে বিভিন্ন সংস্থাই এগিয়ে এসেছে। রোমান্স থেকে রহস্য, সাহিত্য থেকে ইতিহাস, বিজ্ঞান থেকে কল্পবিজ্ঞান, রান্নার বই থেকে হাস্যকৌতুক, সব রকম বইয়ের দীর্ঘ তালিকা সেখানে রাখা হয়েছে। এর থেকে পাঠকের পছন্দের বইয়ের ধরনটা বেছে নিয়ে কেবল ই-মেলের মাধ্যমে তাদের সদস্য হওয়ার অপেক্ষা। কোন বইয়ে কতখানি ছাড়, কী বই একদম বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে বা সে সপ্তাহের সেরা বই কোনটি, সব তথ্য জানা যাবে ই-মেলের মারফৎ।

বৈদ্যুতিন উপায়ই যখন যুবমানসের বাসনার শেষ কথা, তা ভেবেই কিন্ডল, আইপ্যাড এবং স্মার্টফোনের মতো বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলোতে অনায়াসেই ডাউনলোড করার সুযোগ থাকছে ই-বইয়ের। কখনও ব্যাপক ছাড়ে আবার কখনও একদম বিনামূল্যে বা অতি স্বল্পমূল্যে। ফলে নিজের পছন্দমতো যতখুশি বই ডাউনলোড করা যায় আর সাশ্রয়ও হয় বিপুল অর্থের। সুযোগসুবিধেমতো নতুন লেখক বা নতুন ধরনের বই পড়ে নেওয়া সম্ভব হয় বিনাখরচে। ই-বইয়ের এই

© UCLES 2020

পন্থাগুলো পাঠকসমাজের কাছে যেমন চিত্তাকর্ষক এবং সহজলভ্য তেমনই সাশ্রয়কারী। বিশ্বব্যাপী প্রকাশনী সংস্থাগুলো খুব আশাবাদী এসব সুবিধা অচিরেই তরুণ পাঠকদের ই-বইয়ে আসক্ত করবে।

Permission to reproduce items where third-party owned material protected by copyright is included has been sought and cleared where possible. Every reasonable effort has been made by the publisher (UCLES) to trace copyright holders, but if any items requiring clearance have unwittingly been included, the publisher will be pleased to make amends at the earliest possible opportunity.

To avoid the issue of disclosure of answer-related information to candidates, all copyright acknowledgements are reproduced online in the Cambridge Assessment International Education Copyright Acknowledgements Booklet. This is produced for each series of examinations and is freely available to download at www.cambridgeinternational.org after the live examination series.

Cambridge Assessment International Education is part of the Cambridge Assessment Group. Cambridge Assessment is the brand name of the University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), which itself is a department of the University of Cambridge.

বিভাগ : গ

*এই নিবন্ধটি পড়ে প্রশ্নপত্রের **33** থেকে **43** নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।*

মরু উৎসব

মাথার উপর মেঘমুক্ত গাঢ় নীল আকাশ এবং চারপাশের ধূ ধূ করা বিস্তীর্ণ প্রান্তর যেন আজ মুখরিত উৎসবের আমেজে। প্রকৃতি যতই রুক্ষ হোক না কেন উৎসবের কলরোলে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকেও উটপ্রেমীরা চলে এসেছে উৎসবে যোগ দিতে। দর্শকদের ভিড় নেহাত কম নয়। উৎসবের মঙ্গল কামনায় বাড়ির মহিলারা জমকালো রঙিন পোশাকে ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত হয়ে শুকনো ফল ও মিষ্টির রেকাবী হাতে অতিথিদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। উট আমার খুব প্রিয় প্রাণী বলে নিজেকে দমন করতে পারলাম না, আমিও যোগ দিলাম। চারপাশে এত উটের সমাবেশ আগে কখনও দেখিনি।

মরুদেশে উটের পরিবহনের ভূমিকা ছাড়াও ওদের দুধ পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে গণ্য। প্রায় প্রতি ঘরেই উটকে গরুর মতো করেই পোষা হয়। উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা মাইক হাতে নিয়ে শুভ সূচনা করলেন এই বলে, "উটের দুধ আমাদের জন্য অত্যন্ত পুষ্টিকর। স্বাদে একটু লবণাক্ত হলেও ভিটামিন সি তে ভরপুর এই দুধ আমাদের জন্য যেমন উপাদেয় তেমনই উপকারী।" মরুদেশে সকলেই উটের দুধের উপর একরকম নির্ভরশীল। সেকারণে স্ত্রী উটকে মরুদেশের গাভীও বলা হয়ে থাকে। উটের দুধের জনপ্রিয়তা বাড়ানোর জন্যই দুধ দোহনের প্রতিযোগিতা এই উৎসবের প্রধান পর্ব। উটকে আমি যতই ভালবাসি না কেন এর দুধ খাওয়াটা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না।

রঙিন সামিয়ানা টাঙিয়ে তিন দিক খোলা মঞ্চের সামনে ডজনখানেক উটকে তাদের বাচ্চা সমেত হাজির করা হল। প্রতিযোগিতা শুরুর বাঁশি বাজতেই দোহকরা খুব মনোযোগ দিয়ে কাজ শুরু করলেও হৈ-হট্টগোল আর চেঁচামেচিতে শেষ হল দোহন পর্ব। শেষ বাঁশি বাজার পরে বারবার নিষেধাজ্ঞা জারির পরেও বেশকিছু প্রতিযোগী দুধ দুইয়ে যাচ্ছিল, ঠিক যেমনটা করে থাকে ছাত্ররা পরীক্ষার কক্ষে। শেষ ঘন্টা পড়ার পরেও কয়েকটা লাইন লিখে ফেলার জন্য তারা মরিয়া হয়ে ওঠে। বিচারকের সহানুভূতি কুড়োতে দোহকরা কিছু অভিযোগও এনেছে। কেউ শুরু করেছে দেরীতে আবার কারও পাত্রটাই নাকি উলটে গিয়েছিল, তাই নতুন করে শুরু করতে হয়েছিল আবার কারও ক্ষেত্রে উট নাকি সহযোগিতা করেনি। কারও ভাষায়, "আমরা প্রতিযোগিতায় প্রথমবার যোগ দিলাম বলে একটু আনাড়ি, তাই বেশি সময় লাগল।"

বিচারকের মনস্থির করার সময়টুকুতেই পরের পর্বের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। উটকে অলঙ্করণের জন্য চারিদিকে রঙিন পসরা দেখে আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। রঙিন কাপড়ের উপর ছোট ছোট আয়না বসিয়ে এমব্রয়ডারীর সূক্ষ্ম ফুলকারি বা জ্যামিতিক নকশার উটের পিঠের গদি আর কম্বলের বাহারী রঙের উজ্জ্বল ঝলকে আমি বারবারই বিমোহিত হচ্ছিলাম। জমকালো রঙের সিল্কের দড়িতে বড় বড় কড়ি, নানা রঙের পুঁতি আর ঘন্টি দিয়ে বোনা উটের ঘাড়বন্ধনী দেখতে এতই সুন্দর যে আমি একটা কিনেই ফেললাম। ঐতিহ্যশালী গ্রামীণ লোকশিল্প এবং উজ্জ্বল রঙের অপরূপ বৈচিত্র্যের চমৎকার বাহার যেন মানুষের মধ্যে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চারিত করে এই উৎসবকে করে তুলেছে আরও বর্ণাঢ্য ও সার্থক।

এই পর্বে বিচারের বিষয় উটের চলন ভঙ্গিমা এবং কে কত সুন্দরভাবে উটকে অলঙ্কৃত করতে পারে। উটকে সাজালে এত খুশি হয় যে তখন তারা মাথা উঁচু করে গর্বিত ভঙ্গিমায় চলে। উটেদের সাজানোর সময় ওদের সম্মতিসূচক আচরণ দেখে আমি বেশ অবাক হচ্ছিলাম। বড় ঘন কালো শান্ত মায়াবী চোখ আর তাদের সুডৌল বক্র গ্রীবা নিয়ে উটেরা যখন রঙিন সাজে সুসজ্জিত হয়ে উদ্ধত ভঙ্গিমায় অথচ খোশ মেজাজে হাঁটে, তা এককথায় অবর্ণনীয়! তাদের এই হাঁটা এতটাই মসৃণ যে তাদের পিঠের উপর রাখা কানায় কানায় ভর্তি দুধের পাত্র থেকে এক ফোঁটাও দুধ ছলকে পড়ে না, সে যে কী এক অপূর্ব দৃশ্য! এসব দেখার জন্য আমি উদগ্রীব হয়ে বসেছিলাম।

দূর-দূরান্ত থেকে আগত যাযাবরদের হাতে তৈরী বাদ্যযন্ত্রে লোকসঙ্গীতের সমবেত সুরে আমোদিত মরুপ্রান্তরের আকাশ-বাতাস। পড়ন্ত বেলায় গোধূলির মিষ্টি স্বর্ণালী আলোয় বিচিত্র রঙিন অপরূপ সাজে অলঙ্কৃত উটগুলো যখন একে একে এগিয়ে চলেছে আপন গরিমায়, সে দৃশ্য এতটাই রাজকীয় ছিল যে আমি তা দেখতে দেখতে হারিয়ে গেলাম এক স্বপ্নরাজ্যে। দিগন্তপারে আঁধার নামার সঙ্গে সঙ্গেই উৎসব প্রাঙ্গণে সারিবদ্ধভাবে সাজানো ছোট ছোট দীপগুলো একইসঙ্গে জ্বলে উঠল। তখন যে কী এক মায়াবী পরিবেশের সৃষ্টি হল! তা ছেড়ে আসা আমার পক্ষে সত্যিই কঠিন ছিল।

© UCLES 2020